LAYEK Academy

স্কিল ডেভেলপমেন্ট ও ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ার গাইডলাইন

স্কিল ডেভেলপমেন্ট ও ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ার তৈরি করার জন্য কিছু কার্যকর কৌশল

01322422415

আমাদের ঠিকানা ঃ https://layekacademy.com হাউজ ৩৬, রোড ৩৮, উপশহর সি ব্লক, সিলেট

স্কিল ডেভেলপমেন্ট ও ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ার গাইডলাইন !

সূচিপত্রঃ

প্রথম পার্ট - স্কিল ডেভেলপমেন্টঃ

- স্কিল ডেভেলপমেন্ট কি
- কেনো স্কিল ডেভেলপমেন্ট-এ গুরুত্ব দিতে হবে
- কেনো আমরা পিছিয়ে আছি
- স্কিলের প্রকারভেদ
- কিভাবে সফট স্কিল এবং হার্ড স্কিল রপ্ত করবেন
- কি কি স্কিল ডেভেলপ করতে পারেন
- যেসব বিষয় মাথায় রাখতে হবে

দ্বিতীয় পার্ট - ফ্রিল্যান্সিংঃ

- ফ্রিল্যান্সিং কি
- নতুনরা কিভাবে ফ্রিল্যান্সিং পেশায় আসতে পারে
- কি কি দক্ষতা লাগবে ফ্রিল্যান্সিং করতে
- ফ্রিল্যান্সিং শুরু করার জন্য কি করতে হবে
- কিভাবে শিখবেন ফ্রিল্যান্সিং
- কিভাবে ফ্রিল্যান্সিং শুরু করবেন
- ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসে কাজ কিভাবে পাবেন
- ফ্রিল্যান্সিং এর সুবিধা
- ফ্রিল্যান্সিং এর অসুবিধা

স্কিল ডেভেলপমেন্ট কি?

স্কিল ডেভেলপমেন্ট একটি ইংরেজি শব্দ। Skill শব্দের অর্থ হচ্ছে দক্ষতা এবং development শব্দের অর্থ হচ্ছে উন্নয়ন। একত্রে স্কিল ডেভেলপমেন্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে দক্ষতা উন্নয়ন। আরও সহজ ভাষায় বল্লে, যেকোনো বিষয় সম্পর্কে ভালোভাবে জানা, বোঝা ও শেখাই হচ্ছে স্কিল ডেভেলপমেন্ট বা দক্ষতা উন্নয়ন।

স্কিল ডেভেলপমেন্ট একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। আপনি যদি আপনার কর্মজীবনকে আরও অগ্রসর করতে চান তবে সময়ের সাথে সাথে আপনার স্কিল ডেভেলপমেন্ট করা গুরুত্বপূর্ণ। কারন, স্কিল ডেভেলপমেন্ট ব্যক্তিগত এবং প্রফেশনাল গ্রোথ এর ভিত্তি।

বর্তমান সময়ে স্কিল ডেভেলপমেন্ট ব্যাতিত জীবনযাত্রার মানের উন্নতি করা প্রায় অসম্ভব। প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান উন্নয়নের সাথে প্রতিযোগিতাও প্রতি নিয়ত বাড়ছে। তাই এই প্রতিযোগিতায় নিজেকে টিকিয়ে রাখতে হলে স্কিল ডেভেলপমেন্ট ছাড়া বিকল্প নেই। যে যত বেশি স্কিল ডেভেলপমেন্ট করবে, সে কর্ম ক্ষেত্রে ততো বেশি এগিয়ে থাকবে। আপনাদেরকে কর্ম ক্ষেত্রে আরও এক ধাপ এগিয়ে রাখতে এবং স্কিল ডেভেলপমেন্টকে আরও সহজ করতে কাজ করে যাচ্ছে লায়েক একাডেমি।

কেনো স্কিল ডেভেলপমেন্ট-এ গুরুত্ব দিতে হবে?

আমরা সকলেই চাই একটি ভালো ও সুন্দর ভবিষ্যৎ এবং নিজের পছন্দ মতন একটি ক্যারিয়ার। আর সেই লক্ষ্যে আগানোর জন্যে আমাদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট এর দিকে গুরুত্ব দেয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বর্তমানে চাকরীর বাজার অনেক প্রতিযোগিতা মূলক। বিভিন্ন কোম্পানি তাদের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ লোক পাচ্ছে না। একারনে তারা অন্য দেশ থেকে দক্ষ কর্মীদের নিয়োগ করছে। অর্থ্যাৎ দক্ষ না হওয়ার কারনে আমাদের দেশের অনেক মানুষ কাঙ্খিত চাকরি পাচ্ছে না এবং বেকার থেকে যাচ্ছে। আমাদের যুগের সাথে
তাল মিলিয়ে চলতে হবে, নিজেকে স্কিলড করতে হবে, এছাড়া বেশিদূর নিজের ক্যারিয়ারকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না।

চলুন একটি উদাহরণ দিয়ে স্কিল ডেভেলপমেন্ট এর গুরুত্ব বোঝার চেষ্টা করি-
ধরুন আপনি লিখতে ভালবাসেন,অনেক সুন্দর কন্টেন্ট লিখতে পারেন। অন্য আরেকজন সুন্দর কন্টেন্ট লেখার পাশাপাশি লেখাটি SEO friendly করে লিখতে পারে অথবা SEO করতে পারে। এখন আপনারা দুজনেই যদি একটি কোম্পানির কন্টেন্ট রাইটার পোস্টের জন্য এপ্লাই করেন, তাহলে শেষ পর্যন্ত চাকরি টা কে পাবে? অবশ্যই চাকরিটা দ্বিতীয় জনই পাবেন কারন উনার কন্টেন্ট রাইটিং এর সাথে এক্সট্রা আরও একটি স্কিল রয়েছে। এখন জব মার্কেটে উনি আপানার চেয়ে এগিয়ে থাকবে শুধু তার একটি স্কিলের জন্য। কারণ তার লেখা মানুষের কাছে পৌঁছানো সহজ।

কেনো আমরা পিছিয়ে আছি ?

আমাদের অন্য দেশের তুলনায় পিছিয়ে থাকার মূল কারন হচ্ছে, আমরা অপরের অর্জন দেখে অনুপ্রাণিত হই, কিন্ত আমরা এটা কখনই ভেবে দেখি না তারা ঠিক কি ভাবে সেই সাফল্য অর্জন করেছে। তাদের সাফল্য অর্জনের পেছনে ঠিক কতটা ধৈর্য্য, পরিশ্রম এবং একাগ্রতা রয়েছে সেটা আমরা কখনই অনুধাবন করার চেষ্টা করি না। আমাদের উচিত তাদেরকে ফলো করা, তাদের থেকে শেখা। সমালোচনা না করে নিজের স্কিল ডেভেলপমেন্ট করা। কারণ, কষ্ট করলে তবেই সাফল্য আসবে।

অন্য আরও একটি কারণ হচ্ছে আমরা নিজেদেরকে অবহেলা করি। কোন কিছু করতে অথবা শিখতে সময় দিতে হবে, প্রচুর ঘাটাঘাটি করতে হবে এটা ভবে আমরা নিজেদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট করা থেকে আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। এতে করে আমাদের আর স্কিল ডেভেলপমেন্ট করা হয়ে ওঠে না। তাই নিজের আগ্রহ কোন বিষয়ে সেটি আগে জানতে হবে এবং সে অনুযায়ী অল্প অল্প করে শুরু করতে হবে। এভাবেই স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য এগিয়ে যেতে হবে।

স্কিলের প্রকারভেদঃ

পেশাগত জীবনে মূলত দুই ধরনের স্কিল থাকা উচিত -

- সফট স্কিল
- হার্ড স্কিল

সফট স্কিল সহজে অর্জন অথবা সনাক্ত করা যায় না। বিভিন্ন প্রফেশনাল এবং পার্সোনাল অভিজ্ঞতা থেকে একজন ক্যান্ডিডেট তার সফট স্কিলগুলো শেখে অথবা অনুশীলন করে। সফল ক্যারিয়ার এবং কর্মক্ষেত্রে সফলতার জন্য সফট স্কিল রপ্ত করা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। সফট স্কিলকে এক কথায় বলা হয়- People Skil অর্থাৎ আপনি কিভাব কাজ ম্যানেজ করেন, কিভাবে আপনার টিমে কাজ করেন, অন্যদের সাথে আপনার কমিউনিকেশন স্কিল ইত্যাদি। বর্তমান কমিউনিকেশনের যুগে যেকোন জবের ক্ষেত্রে সফট স্কিল থাকা জরুরি।

খুব কমন কিছু সফট স্কিল হল -

- কমিউনিকেশন স্কিল
- ক্রিটিকাল থিংকিং
- লিডারশিপ স্কিল
- পজিটিভ অ্যাটিটিউড
- টিম ওয়ার্ক
- প্রবলেম সল্ভিং
- টাইম ম্যানেজমেন্ট
- ওয়ার্ক এথিকস

এবার আসি হার্ড স্কিলে-

হার্ড স্কিল বলতে সেসব দক্ষতাকে বোঝায় যা আপনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, অনলাইন কোর্স, বিভিন্ন ট্রেনিং অথবা জবের অভিজ্ঞতা থেকে অর্জন করেন। একজন নিয়োগকর্তার জন্য ক্যান্ডিডেটের হার্ড স্কিল সনাক্ত করা সহজ। হার্ড স্কিল সাধারণত কোন বিশেষ বিষয়ে দক্ষতা থেকে নির্ধারণ করা হয়।

হার্ড স্কিলের উদাহরণসমূহ -

- যে কোন ধরনের সার্টিফিকেট
- টেকনিক্যাল স্কিল
- অ্যাকাউন্টিং স্কিল
- ল্যাংগুয়েজ স্কিল
- টেকনিক্যাল রাইটিং
- সফটওয়্যার নলেজ
- ডাটা অ্যানালাইসিস
- গ্রাফিক্স ডিজাইনিং
- মার্কেটিং স্কিল

কিভাবে সফট স্কিল এবং হার্ড স্কিল রপ্ত করবেন?

বিভিন্ন উপায়ে আপনি হার্ড এবং সফট স্কিল রপ্ত করতে পারবেন। বিভিন্ন ট্রেনিং এবং অনলাইন কোর্সের সাহায্যে প্র্যাক্টিস এর মাধ্যমে আপনি হার্ড স্কিল বাড়াতে পারবেন। সফট স্কিল আপনি কর্মক্ষেত্র থেকে শিখতে পারবেন। প্রথমে কোন কোন সফট স্কিল ডেভেলপ করবেন তা ঠিক করুন। সফট স্কিল ভালো করতে কমিউনিকেশন লেভেল বাড়ান, কলিগদের কাছ থেকে কাজের ফিডব্যাক নিন, Effective Communication করুন, Team work- এ গুরুত্ব দিন, নিজের Comfort Zone থেকে বের হয়ে আসুন এবং কাজ শেখার পরিধি বাড়ান।

আমাদের দেশে অনেক ভালো ভালো স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে রয়েছে, যেখান থেকে আপনি খুব সহজেই এবং অনেক রিসোর্স সহ আপনার স্কিল ডেভেলপমেন্ট করতে পারবেন।

এক্ষেত্রে আপনি চাইলে লায়েক একাডেমিকেও আপনার পছন্দের তালিকায় রাখতে পারেন। কারন, লায়েক একাডেমিতে আপনি পাবেন ইন অফিস জব এবং ফ্রিল্যান্সিং সেক্টরে ১০+ বছর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রেইনারের তত্ত্বাবধানে শেখার সুযোগ।

কি কি স্কিল ডেভেলপ করতে পারেন?

বর্তমানে আপনি আপনার কাজ অথবা আগ্রহের উপরে ভিত্তি করে আপনার স্কিল ডেভেলপমেন্ট করতে পারেন। বর্তমান যুগে শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড়াও এক্সট্রা কিছু টেকনিক্যাল স্কিলে দক্ষতা থাকলে কর্মক্ষেত্রে অন্যদের তুলনায় বেশি সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়।

যে সকল বিষয়ে স্কিল ডেভেলপমেন্ট করতে পারেন তা হলো -

- ডিজিটাল মার্কেটিং
- এসইও
- গ্রাফিক্স ডিজাইন
- ওয়েব ডিজাইন
- গেম ডেভেলপমেন্ট
- এফিলিয়েট মার্কেটিং
- ভিডিও এডিটিং
- কন্টেন্ট রাইটিং
- ইথিক্যাল হ্যাকিং
- সফটওয়্যার কোয়ালিটি টেস্টিং (প্রভৃতি)

এই স্কিল গুলোর মধ্যে যদি আপনি যেকোন একটি সেক্টর নিয়ে আপনার স্কিল ডেভেলপমেন্ট করেন, তাহলে কর্ম ক্ষেত্রে আপনি অনেক এগিয়ে থাকবেন অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের থেকে। এছাড়াও আপনি যদি ফ্রিল্যান্সিং সেক্টরে নিজের ক্যারিয়ার গড়তে চান, তাহলেও এই স্কিল গুলোই কাজে আসবে। আর আমাদের উচিত অবশ্যই প্রতিনিয়ত নতুন কিছু শেখা।
আর এই সকল স্কিল সহ আরও ১০+ স্কিল ডেভেলপমেন্ট করতে আপনার অন্যতম সহায়ক হতে পারে লায়েক একাডেমি। কারণ, একমাত্র লায়েক একাডেমিই দিচ্ছে কোর্স চালাকালীন কোর্স ট্রেইনারের নিকট ২৪/৭ সাপোর্ট এবং কোর্স শেষে লাইফটাইম সাপোর্ট।

আবার আপনি যদি কর্মক্ষেত্রে ভালো অবস্থান তৈরি করতে চান, তাহলে অবশ্যই আপনার কমিউনিকেশন স্কিল বাড়াতে হবে। আপনি যখন কর্মক্ষেত্রে যাবেন, তখন অনেক মানুষের সাথে আপনার কথা বলতে হবে। আপনার প্রধানত যে দুইটি জিনিস লক্ষ্য রাখতে হবে তা হল -

- Fluent English speaking
- Presentation skill

ধরুন, আপনি একজন চাকরিজীবী। একটি মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে ভালো পোস্টে কর্মরত রয়েছেন। সেখানে দেশি বিদেশি অনেকে সহকর্মী থাকবে। যাদের সবার সাথে আপনাকে যোগাযোগ করতে হবে।

এখন আপনি একজন অন্য দেশের কর্মীর সাথে যখন কথা বলবেন, তখন অবশ্যই আপনাকে ইংরেজিতে বলতে হবে। এটা ছাড়া তার সাথে কমিউনিকেশন এর আর কোন রাস্তা নেই। তাই আপনি যদি ভালো ইংরেজি বলতে পারেন এবং প্রেজেন্টেশন স্কিল ভালো হয়, তাহলে আপনি অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে থাকবেন। কারণ বাহিরের মানুষের সাথে তখন যোগাযোগের জন্য আর কোন অন্তরাই থাকে না।

এছাড়াও আরও কিছু কর্পোরেট স্কিল ডেভেলপমেন্ট করতে পারেন, তাহলে আপনি জব সেক্টরে উপকৃত হবেন এবং অন্যদের চেয়ে একধাপ এগিয়ে থাকবেন।
যেমন -

একাউন্টিং রিলেটেড সফটওয়্যার -

- মাইক্রোসফট ওয়ার্ড
- মাইক্রোসফট এক্সেল
- ট্যালি
- কুইকবুকস (প্রভৃতি)

এগুলো যদি আপনি আগে থেকে শিখে রাখেন, তাহলে কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজ গুলো আরও সহজ হয়ে যাবে।

এছাড়াও সৃজনশীল দক্ষতা বাড়ানোর জন্য শিখে রাখতে পারেন কিছু ক্রিয়েটিভ স্কিল। এইসব স্কিলের ভিতরে রয়েছে -

- ফটোগ্রাফি
- সিনেমাটোগ্রাফি
- স্কেচ
- লিখালিখি (প্রভৃতি)

কোনটি আগে শুরু করবেন?

যখন আমরা চাকুরীর জন্যে আবেদন করি, তখন অবশ্যই আমরা আমাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী আবেদন করি। কিন্তু আরও অনেকেই সেই একই পোস্টের জন্যে আবেদন করবে।

তাই একজন ফ্রেশার হিসেবে ডাক পাওয়া অনেক কঠিন হয়ে যাবে। কারণ কোন কোম্পানিই ফ্রেশার নিয়োগ দিতে চায় না। তবে নিয়োগকারী যদি দেখে যে একজন ফ্রেশার হওয়ার পরেও অনেক টেক্যনিকাল স্কিল রয়েছে , তখন অবশ্যই কল করবে এবং চাকরিটা হওয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যাবে। তাই ফ্রেশারদের জন্য স্কিল ডেভেলপমেন্ট অনেক গুরুত্তপূর্ণ।

এখন স্কিল ডেভেলপমেন্ট শুরু করার আগে আপনাকে ভাবতে হবে আপনি কোন বিষয়ে দক্ষ এবং কোন বিষয়ে আপনার আগ্রহ আছে এবং কোন বিষয়ের উপর ক্যারিয়ার গড়তে চাচ্ছেন। এ সব কিছুর উপর ভিত্তি করে আপনাকে আপনার স্কিল ডেভেলপমেন্ট করতে হবে।

যদি আপনার ইচ্ছে থাকে নতুন কিছু করার এবং একই সাথে সেই সেক্টরে ক্যারিয়ার গড়ার, তাহলে আপনি ডিজিটাল মার্কেটিং, SEO, গ্রাফিক ডিজাইন, ইথিক্যাল হ্যাকিং, SQA এই সকল কোর্স গুলো করতে পারেন। আপনি চাইলে কোর্স করে ঘরে বসেই ফ্রিল্যান্সিং এর মাধ্যমে আয় করতে পারবেন এবং ভালো ক্যারিয়ার গড়তে পারবেন।
আপনি যদি চাকুরীর বাজারে এগিয়ে থাকতে চান তাহলে, একাউন্টিং রিলেটেড সফটওয়্যার (QuickBooks, Tally), মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট প্রভৃতি শিখতে পারেন। এতে করে আপনি কর্মক্ষেত্রে অন্য সবার থেকে এগিয়ে থাকবেন।

আর আপনি যদি নিজের প্যাশন থেকে কিছু করতে চান তাহলে আপনি লেখালিখি, ফটোগ্রাফি, সিনেমাটোগ্রাফি, স্কেচ, কন্টেন্ট ক্রিয়েশন প্রভৃতি স্কিল ডেভেলপমেন্ট করতে পারেন। এই সেক্টর গুলোরও অনেক চাহিদা রয়েছে।

যেসব বিষয় মাথায় রাখতে হবেঃ

সর্বপ্রথম যে বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে, তা হচ্ছে আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে এবং শেখার তীব্র আগ্রহ থাকতে হবে। তা না হলে অনেক সমস্যা ফেইস করতে হবে এবং ভালোভাবে স্কিল ডেভেলপমেন্ট এর আগেই ঝড়ে পরবেন। এরপরে আপনাকে ঠিক করতে হবে আপনি কোন সেক্টরে আগ্রহী। এছাড়া আপনি যতই চেষ্টা করেন না কেন, কোন লাভ হবে না।
আপনি যদি এখনো ঠিক করতে না পারেন, আপনি কোন সেক্টরটিতে আপনার স্কিল ডেভেলপমেন্ট করবেন অথবা কোন সেক্টরটি আপনার জন্য ভালো হবে এটা নিয়ে দিধা-দন্দের মধ্যে রয়েছেন, তবে দেরি না করে এখনি লায়েক একাডেমির সাপোর্ট এক্সিকিউটিভ এর সাথে যোগাযোগ করুন। লায়েক

একাডেমির দক্ষ ও অভিজ্ঞ সাপোর্ট এক্সিকিউটিভ আপনাকে তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে সর্বাত্তক সহায়তা করবে।

আশা করি স্কিল ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে সামান্যতম একটু ধারনা পেয়েছেন। তো স্কিল ডেভেলপমেন্ট এর পরের ধাপ গুলোর মধ্যে বর্তমানে অন্যতম জনপ্রিয় একটি ধাপ হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিং। বাংলাদেশের একটা বড় সংখ্যক বেকার মানুষের কর্মসংস্থানের চাহিদার একটি বড় অংশ কমিয়েছে ফ্রিল্যান্সিং। ফ্রিল্যান্সিং এমন একটি পেশা এখানে কাজ করার কোনো ধরাবাঁধা সময় নেই। এখানে আপনার শুধু দরকার একটি নির্দিষ্ট ফিল্ডে স্কিল ডেভেলপমেন্ট করা।

চলুন ফ্রিল্যান্সিং নিয়ে একটু ধারনা নেওয়া যাক। এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় ফ্রিল্যান্সিং কি এবং ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ার গাইডলাইন।

ফ্রিল্যান্সিং কি?

ফ্রিল্যান্সিং মূলত এমন একটি পেশা যেখানে আপনি ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের কাজ করে অর্থ উপার্জন করতে পারবেন। ফ্রিল্যান্সিং হচ্ছে সাধারন চাকরির মতোই, কিন্তু এখানে ভিন্নতা হলো আপনি স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারবেন।

ফ্রিল্যান্সিং এর ক্ষেত্রে, আপনার এখন কাজ করতে ইচ্ছা করছে না, আপনি করবেন না। আবার আপনার যখন কাজ করতে ইচ্ছা করবে তখন চাইলেই কাজ করতে পারবেন। এখানে ধরাবাঁধা কোনো অফিস টাইম নেই। অর্থ্যাৎ এখানে আপনিই আপনার বস। আবার ফ্রিল্যান্সিং এ আপনার নির্দিষ্ট কোনো ইমপ্লয়ার নেই। যখন যে বায়ারের কাজ নিবেন তখন সেই আপনার ইমপ্লয়ার।

গতানুগতিক চাকরি থেকে ফ্রিল্যান্সিং এ আরও একটি বিষয়-এর ভিন্নতা রয়েছে। আর সেটি হচ্ছে কাজের স্থান। ফ্রিল্যান্সিং এর নির্দিষ্ট কোনো অফিস বা স্থানের প্রয়োজন নেই। এখানে মূলত আপনার বাড়িই হচ্ছে আপনার অফিস।

আপনার ঘরে বসেই আপনি বিভিন্ন দেশের বায়ারদের সাথে কাজ করতে পারবেন। ফ্রিল্যান্সিং এর ক্ষেত্রে খুব সহজেই সরকারি বেসরকারি অনেক চাকরির থেকে তুলনামূলক বেশি বেতনে কাজ করতে পারবেন,যদি আপনার যথেষ্ট পরিমাণে স্কিল থাকে।

আমরা সবাই জানি , আমাদের দেশে স্কিলের কদর ঠিক সেভাবে হয় না। কিন্তু বাইরের দেশ গুলোতে আপনি আপনার স্কিলের যথেষ্ট কদর পাবেন। আপনি বাইরের দেশের বায়ারদের সাথে কাজ করে বাংলাদেশের তুলনায় দ্বিগুণ/তিনগুণ পর্যন্ত অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

নতুনরা কিভাবে ফ্রিল্যান্সিং পেশায় আসতে পারে?

আপনি যদি ২০১০ সালের কথা আজকে চিন্তা করেন তাহলে অবাক লাগবে সেই সময়ে ফ্রিল্যান্সাররা কিভাবে কাজ করত আর কিভাবে কাজগুলি শিখতো। ১৫ বছরের ব্যবধানে আজকে নতুনদের জন্য ফ্রিল্যান্সিং সেক্টরে আসাটা ঠিক যতটা সহজ হয়েছে, সেটি আসলে বলার মতো নয় ।বর্তমানে বাংলাদেশে ফ্রিল্যান্সারের সংখ্যা ১০ লাখের বেশি।

২০১০ সালের দিকে খুব বেশি মানুষের বাসায় ইন্টারনেট ছিল না কম্পিউটার তো সেখানে প্রায় বিলাসিতা। কিন্ত বর্তমান সময়ে হয়তো আমাদের দেশের এমন একটা জায়গা পাওয়া কষ্টকর হয়ে যাবে যেখানে ইন্টারনেট পাওয়া যাবে না। আর কম্পিউটারও কিন্ত এখন অনেক সহজলভ্য হয়ে গিয়েছে।

তাই ফ্রিল্যান্সিং-এর জগতে নতুনদের আসতে এখন আর খুব বেশি সমস্যা হওয়ার কথা নয়। ফ্রিল্যান্সিং সর্ম্পকিত সমস্ত তথ্য এখন তো ইন্টারনেটেই পাওয়া যায়। আপনি গুগল কিংবা ইউটিউবে একটু ঘাটাঘাটি করলে এই বিষয়ে আরো বিস্তর জানতে পারবেন।

এছাড়াও বর্তমানে বিভিন্ন প্রফেশনাল মানের অনলাইন কোর্স থেকে শুরু করে অনেক ভালো ভালো ট্রেনিং ইনস্টিটিউট রয়েছে। যেখানে আপনি ট্রেনিং করে স্কিল ডেভেলপমেন্ট করতে পারবেন। এক্ষেত্রে লায়েক একাডেমি হতে পারে আপনার স্কিল ডেভেলপমেন্ট এর অন্যতম সহায়ক।

এখানে একটি বিষয় অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন। ফ্রিল্যান্সিং এমন কোনো পেশা নয় যেখানে আপনি এক মাস কাজ করলেই খুব ভালো অর্থ উপার্জন করতে পারবেন।

আপনাকে ধৈর্য্য এবং ডেডিকেশন সহকারে কাজ করে যেতে হবে। পথটা অনেক দুর্গম এবং কষ্টকর হলেও আপনার ইচ্ছাশক্তি ও মনোবল থাকলে অতি সহজেই সফলতা অর্জন করতে পারবেন।

কি কি দক্ষতা লাগবে ফ্রিল্যান্সিং করতে?

আমাদের মধ্যে অনেকেই কনফিউশন এ থাকে যে আসলেই কি আমি ফ্রিল্যান্সিং করতে পারবো? কি কি শিখতে হবে এই ফ্রিল্যান্সিং করার জন্য? সত্যি কথা বলতে তেমন কিছুই লাগবে না ফ্রিল্যান্সিং পেশাতে ক্যারিয়ার শুরু করার জন্য। যে জিনিসটা আপনার লাগবে সেটি হচ্চে ইচ্ছাশক্তি ও ধৈর্য্য। এগুলো থাকলেই আপনি এই সেক্টরে নিমিষেই সুন্দর একটি ক্যারিয়ার গড়তে পারবেন।

এগুলোর পাশাপাশি দরকার হবে ক্লায়েন্টের সাথে যোগাযোগের দক্ষতা এবং কাজ চালানোর মতো ইংরেজি জানা। ইন্টারনেট সম্পর্কিত ভালো ধারনা, গুগল এবং ইউটিউব থেকে বিভিন্ন রিসোর্স খুঁজে বের করার দক্ষতা আপনাকে অনেক সহায়তা করবে আপনার জ্ঞানের পরিধি আরও বিস্তৃত করতে। এগুলোই ছিল মুলত প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী যা আপনাকে ফ্রিল্যান্সিং সেক্টরে ক্যারিয়ার গড়ার জন্য যোগ্য করে তুলবে।

কিভাবে শুরু করবেন ফ্রিল্যান্সিং?

অনেকেই জানতে চান, কিভাবে ফ্রিল্যান্সিং শুরু করবেন? ফ্রিল্যান্সিং সেক্টরে প্রবেশের জন্য আপনাকে প্রথমেই একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে স্কিল ডেভেলপমেন্ট করতে হবে। এক্ষেত্রে আপনার যে কাজে সব থেকে বেশি আগ্রহ, সেই কাজটি বেছে নিবেন। এতে করে আগ্রহ সহ শিখতে পারবেন এবং বিরক্তিকর মনে হবে না এবং আপনি কাজ করে যেমন মজা পাবেন, তেমন অনেক দূর যেতে পারবেন আপনার কাঙ্ক্ষিত সেক্টরটিতে।

ধরুন আপনি গ্রাফিক ডিজাইন সেক্টরটি বেছে নিয়েছেন ফ্রিল্যান্সিং করার জন্য, এখন এই সেক্টরটি কিন্ত ক্রিয়েটিভ মানুষদের জন্য কারন সবার দ্বারা ডিজাইন করা সম্ভব নয়।

তাই এই সেক্টরটি বেছে নেওয়ার পূর্বেই আপনি দেখবেন যে, ডিজাইন আপনি কেমন পারছেন, কতটুকু আগ্রহ আপনার এই গ্রাফিক ডিজাইন এর উপর। যদি দেখেন সব কিছু ঠিকঠাক, সেক্ষেত্রে এই সেক্টর রিলেটেড যত কাজ আছে সব শিখার চেষ্টা করবেন। যেমন: ব্যানার, কভার পেজ, লিফলেট, পোস্টার, লোগো ইত্যাদি ডিজাইন করা।

আপনি চেষ্টা করলে নিজে নিজেই গুগলে অথবা ইউটিউবে রিসোর্স খুঁজে সেখান থেকে দেখে দেখে শিখতে পারবেন, আবার চাইলে অনলাইনে বিভিন্ন কোর্স আছে সেগুলোও করতে পারেন, এক্ষেত্রে একটি নির্ভর যোগ্য প্রতিষ্ঠানে একটি কোর্স করাটাকেই আমি সাজেস্ট করব। তবে পুরোটাই আপনার ইচ্ছার উপরে নির্ভরশীল।

এবারর আসি কাজ শেখার পরে কি করবেন। কাজ শেখার পরে কাজ করার জন্য আপনাকে প্রথমেই একটি ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসে একাউন্ট খুলতে হবে।

এরকম অনেকগুলো প্লাটফর্ম রয়েছে বর্তমানে। যেমন: Fiverr, Freelancer, Upwork ইত্যাদি। একাউন্ট খোলার পর সেটিকে সুন্দর করে অপ্টিমাইজড করতে হবে, সাজাতে হবে। দোকানে যেভানে বিভিন্ন ধরনের পন্য সাজানো থাকে, ঠিক একই ভাবে আপনার করা কাজগুলো গিগ বা পোর্টফোলিও আকারে সাজিয়ে রাখতে হবে বিভিন্ন মার্কেটপ্লেসে। এর পরে অপেক্ষা শুধু প্রথম কাজের জন্য।

প্রতিটা কাজের ক্ষেত্রেই প্রথম ধাপটা একটু কষ্টকর হয়ে থাকে। ফ্রিল্যান্সিং এর ক্ষেত্রেও বিষয়টি ব্যাতিক্রম নয়। এক্ষেত্রেও প্রথম কাজ পাওয়াটা একটু কষ্টসাধ্য। তবে কারো রেফারেন্সের মাধ্যমে কাজ পাওয়া তুলনামূলক সহজ এখানে। সেক্ষেত্রে আপনি আপনার পরিচিত কোনো ফ্রিল্যান্সারের সাহায্য নিতে পারেন। বাংলাদেশে একটা অনেক বড় কমিউনিটি আছে ফ্রিল্যান্সারদের। সেখান থেকেও আপনি সাহায্য নিতে পারবেন। প্রথম কাজটা একবার পাওয়া গেলে এর পর থেকে আর কাজের অভাব হবে না। তবে অবশ্যই
আপনাকে আপনার কাজের কোয়ালিটি বজায় রাখতে হবে, আপনাকে আপনার ক্লায়েন্টকে সন্তুষ্ট করতে হবে।

কিভাবে শিখবেন ফ্রিল্যান্সিং?

চলুন একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করি। ধরা যাক আপনি আপনার একাডেমিক পড়াশোনা শেষ করে একটি ব্যাংকে ব্যাংকার হিসেবে যোগদান করলেন। অপর দিকে আপনার অন্য আরেকজন বন্ধু একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে একাউন্টেন্ট হিসেবে যোগদান করলো।
এখন আমি যদি বলি আপনারা দু'জনেই চাকরিজীবী, কথাটি কি তাহলে মিথ্যা বলা হবে?অবশ্যই না, এটি মিথ্যা হবে না। আবার যদি এটা বলি যে আপনি একজন ব্যাংকার এবং আপনার বন্ধু একজন একাউন্টেন্ট, তাহলে এই কথাটি কি মিথ্যা হবে? এটাও মিথ্যা হবে না।

এখানে দু'টি কথাই একদম নির্ভুল ও নির্ভেজাল খাঁটি সত্য কথা।এখানে আসল বিষয়টি হচ্ছে আপনাদের দুজনের পদবী ভিন্ন হলেও আপনারা দুজনেই চাকরিজীবী।

ঠিক একইরকমভাবে ফ্রিল্যান্সিং সেক্টরেও কেউ হচ্ছেন গ্রাফিক ডিজাইনার, কেউ ওয়েব ডিজাইনার আবার কেউবা ডিজিটাল মার্কেটার। প্রত্যেকের কাজের ধরন ভিন্ন কিন্তু সবাই ফ্রিল্যান্সার।

এবার আমি যদি আপনাকে প্রশ্ন করি কিভাবে চাকরি করা শেখা যায়, এর কি কোন সঠিক উত্তর আপনার কাছে আছে? নিশ্চয়ই নেই।

ঠিক একই রকমভাবে ফ্রিল্যান্সিং এ আসলে শেখার মতো কিছু নেই। আপনাকে নির্দিষ্ট কোনো একটি কাজে স্কিল ডেভেলপ করতে হবে, তাহলেই আপনি ফ্রিল্যান্সিং করতে পারবেন।

কিভাবে ফ্রিল্যান্সিং শুরু করবেন?

ফ্রিল্যান্সিং শুরু করার জন্য সর্ব প্রথম আপনাকে যেটা করতে হবে তা হচ্ছে যেকোনো একটি স্কিল খুব ভালো ভাবে ডেভেলপমেন্ট করতে হবে। যেমন ধরুন আপনি ডিজিটাল মার্কেটিং এর উপর খুব ভালো দক্ষতা অর্জন করলেন,তো ডিজিটাল মার্কেটিং দিয়েই আপনি ফ্রিল্যান্সিং শুরু করতে পারবেন।

এবার আপনাকে ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেস গুলোতে অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে। অ্যাকাউন্ট তৈরি করার পর সেটি খুব সুন্দর করে অপ্টিমাইজড করতে হবে এবং যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হবে একটি অর্ডার পাওয়ার জন্য।

সত্যি কথা বলতে একজন নতুন ডিজিটাল মার্কেটারকে কেউই সহজে কাজ দিতে খুব একটা আগ্রহী হয় না। আর তাই আপনার প্রোফাইল যদি সুন্দর করে অপ্টিমাইজড থাকে এবং ভালো কিছু রিভিউ থাকে, তাহলে আপনাকে আর কাজ পেতে খুব একটা কষ্ট করতে হবে না।

ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসে কাজ কিভাবে পাবেন?

ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসে কাজ পেতে হলে আপনাকে অবশ্যই কিছু নিয়ম মেনে চ্লতে হবে এবং অন্যদের থেকে ইউনিক হতে হবে। একটা বিষয় অবশ্যই মনে রাখবেন, ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসগুলোতে অনেক অনেক ফ্রিল্যান্সার এর মধ্যে একজন ক্লায়েন্ট কেন আপনাকেই কাজটি দিবে?এ জন্য আপনাকে অবশ্যই খুবই ভালো মানের কমিউনিকেশন এবং সুন্দর গোছানো পোর্টফোলিও থাকতে হবে। তাছাড়া আপনাকেপ যে কাজটির জন্য ক্লায়েন্ট পেমেন্ট করবে সেই কাজটিও অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সুন্দর ভাবে সুসম্পন্ন করতে হবে।

ভালোভাবে মার্কেটপ্লেস এবং মার্কেটপ্লেসের বাইরে ক্লাইন্ড হান্টিং শিখতে যে কোন একটি ভালো ফ্রিল্যান্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এর সাহায্য নিতে পারেন। এক্ষেত্র আমার পরামর্শ থাকবে লায়েক একাডেমি, কারন লায়েক একাডেমিতে পাবেন মার্কেটপ্লেস এবং মার্কেটপ্লেস এর বাইরে ক্লাইন্ড হান্টিং এর কমপ্লিট প্যাকেজ। যেখানে শিখতে পারবেন কিভাবে মার্কেটপ্লেসে অ্যাকাউন্ট তৈরী থেকে অপ্টিমাইজড করতে হয় এবং ক্লাইন্ড হান্টিং করতে হয়,এর সাথে আরও শিখতে পারবেন কিভাবে বিভিন্ন প্লাটফর্ম থেকে মার্কেটপ্লেসের বাইরে ক্লাইন্ড হান্টিং করতে হয়।

একটি কথা মাথায় রাখবেন, বায়ারের সাথে যতো ভালো সম্পর্ক তৈরি হবে আপনার ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ার ততো বেশি সুন্দর হবে। এজন্য অবশ্যই চেষ্টা করবেন প্রতিটি বায়ারের সাথে সুসম্পর্ক তৈরি করার।

ফ্রিল্যান্সিং এর সুবিধা-

ফ্রিল্যান্সিং এর সুবিধা সম্পর্কে আলোচনা করে শেষ করা যাবে না, তারপরও চলুন সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধাগুলো জেনে নিই :

1. **সময়ের স্বাধীনতা**
   ফ্রিল্যান্সিং এ আপনি আপনার সুবিধা অনুযায়ী সময়ে আপনি কাজ করতে পারবেন এবং এর পুরোটাই নির্ভর করবে আপনার উপরে। আপনি যদি চান আপনি এখন কাজ করবেন না, আপনাকে কেউ জোর করবে না কাজ করতে।

2. **কাজের স্বাধীনতা**

   আপনি নিজেই নিজের কাজ বেছে নিতে পারবেন এবং আপনার যে কাজটি বেশি ভালো লাগে সেটিকে বেছে নিতে পারবেন ও করতে পারবেন।

3. **নিজের বেতন নিজে ঠিক করা**

   আপনার নিজের পেমেন্ট রেট আপনি নিজে ঠিক করে নিতে পারবেন। প্রায় প্রত্যেকটা মার্কেটপ্লেসেই নিজের পেমেন্ট রেট উল্লেখ করার সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও আপনি যত বেতনে কাজ করতে চান সেটি অনুযায়ী কাজ পাবেন এখানে।

4. **বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করা সুযোগ**

   ফ্রিল্যান্সিং এর ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে কাজ না করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বা বিভিন্ন দেশের ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রেও ক্লায়েন্ট অথবা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন পুরোটাই আপনার নিজের উপরে নির্ভর করবে।

5. **পড়ালেখার পাশাপাশি কাজের সুযোগ**

   ফ্রিল্যান্সিং-কে আপনি চাইলে ফুল টাইম হিসেবে নিতে পারেন আবার চাইলে পার্ট টাইম হিসাবেও কাজ করতে পারেন। তাই পড়াশোনার পাশাপাশি ও আপনি ফ্রিল্যান্সিং করতে পারবেন বিনা ঝামেলায়।

6. **নিজের মন মতো কাজের পরিবেশ**

   আপনি চাইলেই নিজের ইচ্ছা মতো ওয়ার্কস্টেশন বা ওয়ার্ক প্লেস বানিয়ে নিতে পারবেন কাজ করার জন্য। আপনার কাজের জায়গা আপনি নিজেই ঠিক করতে পারবেন।

ফ্রিল্যান্সিং এর অসুবিধা -

ফ্রিল্যান্সিং এর কিছু অসুবিধাও রয়েছে,স্বাস্থ্যগত বিষয়গুলোই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ফ্রিল্যান্সিং এর ক্ষেত্রে। চলুন জেনে নিই এর অসুবিধাগুলো:

১. ফ্রিল্যান্সেরদের দীর্ঘ সময় ধরে একই জায়াগায় বসে কাজ করতে হয়। তাই কোমর, ঘাড়সহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে ব্যাথা সহ বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

২. কম্পিউটার এর সামনে একটানা অনেক সময় বসে থাকতে হয়। তাই অনেক সময়ই ফ্রিল্যান্সারদের চোখে না না ধরনের সমস্যা দেখা যায়।

৩. যেহেতু একই জায়গাতে অর্থ্যাৎ বাসায় বসে সব কাজ করতে হয়, এর ফলে একাকীত্বের মাধ্যমে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পরার সম্ভাবনা রয়েছে।

৪. দেশের বাইরের বায়ারের কাজ করার ফলে ঘুমের সমস্যা হতে পারে।

এ গুলোই ছিল মূলত ফ্রিল্যান্সিং নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা। প্রত্যেকটা জিনিসেরই ভালো মন্দ উভয় ধরনের দিক থাকে। একই রকম ভাবে ফ্রিল্যান্সিং এর ও ভালো মন্দ উভয় দিক বিদ্যমান যে গুলো আমরা আলোচনা করেছি বিস্তারিতভাবে। একটু নিয়ম মেনে চললে ফ্রিল্যান্সিং এর অসুবিধাগুলোকে খুব সহজেই এড়িয়ে চলা যায়।